

ভেজাল পত্রানু -বিপ্লব

অভিজিত আমার লেখাটা ভুল বুঝলেন। বা আমার বোঝানোর ভেজাল।

আমি শুরুই করেছিলাম, উপনিষদে পরমাত্মা বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝেছিলেন (অন্তরাত্মন) বনাম হুমায়ুন আজাদ কি বুঝেছেন (ঈশ্বর)। উপনিষদে ভেজাল আছে বটে, কিন্তু সেটা তেল না জল, না বুঝলেতো সমালোচনাটা উলটো পুরাণ হয়।

আমি হুমায়ুন আজাদের উপনিষদের উপর মন্তব্য থেকেই লেখাটা শুরু করেছিলাম। না, আমি ওটা মিস করি নি।

সাহিত্য মানেইতো ভেজাল চর্চা। দর্শন হচ্ছে কালো ঘরে কালো বিড়ালের অনুসন্ধান। সাহিত্য সেটা দেখে নানা রঙে। ধর্ম বলে সে কালো বিড়ালটাকে দেখেছে, যার আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। সাহিত্য বলে অস্তিত্ব নেই বটে, তবে সেই জন্মই না, আছি মোরা রসে বসে!

দাম্পত্যপ্রেমে কি আর সাহিত্য মজে! জমে পরকীয়ার ভেজালে। আর সমালোচকরা মজেন ভিক্টরিয়ান, রোম্যান্টিক, পোস্ট মর্ডান ইত্যাদি ভেজাল শব্দের পুরানো মদে। কালিদাস, সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথরা পুরাতন হন না-পুরাতন হয় গ্রুপদী, ভিক্টরিয়ান, রোম্যান্টিক ইত্যাদি ভেজাল শব্দগুলি।

রবির কিরণ থাকে চির নবীন। কারণ, তাঁর মতন সাহিত্যিকরা উপনিষদের দুধ-জলের ভেজাল থেকেই সর্বোৎকৃষ্ট চীজ তৈরী করেন। সেই চীজে কোন ময়দা নাই-তাই স্বাদে, রসে, বশে উৎকৃষ্টতম।